BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত

লালু গল্প

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

ICSE Class 9 Bengali

- ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
- বোর্ড পরীক্ষার উপযোগী
- সহজ ভাষায় সম্পূর্ণ উত্তর
- ১০ নম্বরের সাজেশন

" শিক্ষাই মানুষকে বড় করে,
পরিশ্রমই সফলতার চাবিকাঠি। "

প্রশ্ন ১

"তিনি পা মচকে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলতেন।"
(ক) উদ্ধৃতিটিতে উল্লেখিত 'তিনি' কে? (খ) কী কারণে তিনি পা মচকে খুঁড়িয়ে চলতেন?
(গ) এই ঘটনায় তিনি কী করতে উদ্যোগ নেন? (ঘ) কীভাবে তার সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়?

মান- ১০
২+৩+২+৩

উত্তর

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'লালু' গল্প থেকে নেওয়া প্রশ্নোক্ত উদ্ধৃতিটিতে উল্লেখিত 'তিনি' হলেন গল্পের প্রধান চরিত্র **লালুর মা**।

(খ) লালুর মাথায় মানুষকে জব্দ করার নানান কৌশল থাকত। সেই কৌশলের প্রয়োগ করে লালু একটি **রবারের সাপ** আনে। স্বভাব-ভীত লালুর মা আচমকা সেই সাপ দেখে ভয় পান। তাতেই তাঁর **পা মচকে** যায়। মচকানো পায়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে না-পারার কারণে তিনি **খুঁড়িয়ে চলতেন**।

(গ) লালুর এই ভয় দেখানোর ঘটনায় লালুর মা তাকে জব্দ করার জন্য **বাড়িতে মাস্টার রাখার** মতলব করেন। রাগ করে লালুর বাবাকে বলেন লালুর জন্য একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধেবেলায় মাস্টার এসে পড়াতে বসবেন, ফলে সে আর উপদ্রব করার সময় পাবে না।

(ঘ) লালুর বাবা লালুর মায়ের প্রস্তাবে রাজি হননি। প্রস্তাব করা মাত্রই নাকচ করে দেন। নিজের সঙ্গে তুলনা করে জানান-তাঁর নিজের কখনও মাস্টার ছিল না। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে তিনি নামকরা উকিল হয়েছেন। তার ইচ্ছে, ছেলেও ঠিক একইভাবে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে বড়ো উকিল হবে। এ ব্যাপারে **শিক্ষক রাখা হবে না**। তবে একটা **শর্ত** দিয়ে বলেন-যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম হতে পারবে না, তখন থেকে বাড়িতে পড়ানোর টিউটর রাখা হবে। লালুর বাবা এই কথা বলায় লালুর মা আর কিছু বলতে পারেন না। ফলে লালুর বাবার যুক্তিগ্রাহ্যসমত কারণে **লালুর মায়ের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়**। লালুর জন্য বাড়িতে **গৃহশিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না**। তার সব আয়োজন-চেষ্টা বিফল হয়।

পরীক্ষার জন্য মনে রাখবে

- লালুর দুষ্টুমি
- মায়ের পা মচকানো
- মাস্টার রাখার পরিকল্পনা
- লালুর বাবার সিদ্ধান্ত
- উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ

প্রশ্ন ২

"তিনি বুদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদুরে আসতে রাজি হন না।"

(ক) 'তিনি' কে?
(খ) তিনি কোথায় আসতে রাজি হন না?
(গ) কোন ঘটনাক্রমে শেষপর্যন্ত তিনি 'এতদুরে' আসতে চেয়েছিলেন?
(ঘ) তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে বাড়ির কর্ত্রীর যে উদ্যোগ, তার বর্ণনা দাও।

মান- ১০
২+২+৩+৩

উত্তর

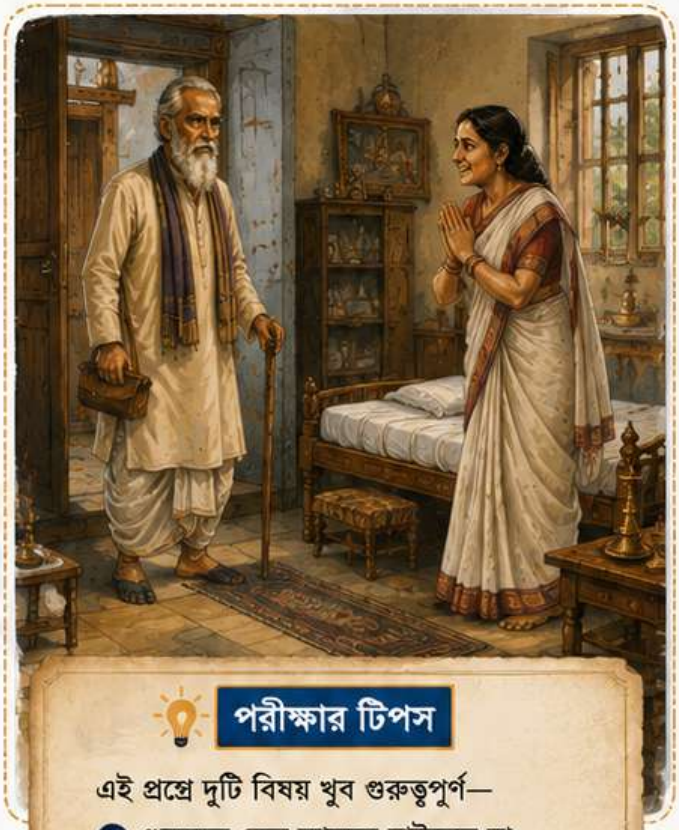

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লালু' গল্প থেকে সংকলিত আলোচ্য উদ্ধৃতিটির 'তিনি' হলেন লালুর মা নন্দরাণীর গুরুদেব। স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত বলে তাঁকে **'স্মৃতিরত্ন'** হিসেবেও গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) স্মৃতিরত্ন তথা নন্দরানীর গুরুদেব **এতদুরে** লালুদের বাড়ি আসতে রাজি হন না।

(গ) একবার সুযোমতো গুরুদের লালুদের বাড়িতে আসতে সম্মত হন। চিঠি মারফত নন্দরানীকে খবর পাঠান যে, তিনি সুর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন। কাশী থেকে ফেরার পথে তিনি নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। সুতরাং, **সুর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী** আগমনকে কেন্দ্র করে তিনি শেষপর্যন্ত ফরিদপুর থেকে 'এতদুরে' আসতে সম্মত হয়েছিলেন।

পরীক্ষার টিপস

এই প্রশ্নে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপুর্ণ—
- গুরুদের কেন আসতে চাইতেন না
- নন্দরানীর উদ্যোগের বর্ণনা

উত্তর লেখার সময় ঘটনাক্রম ধরে লেখলে পুর্ণ নম্বর পাওয়া সহজ হবে।

(ঘ) গুরুদেরের আগমন বার্তা পেয়ে নন্দরানীর আনন্দ ধরে না। পত্রপাঠ তিনি সব আয়োজনেই ব্যস্ত হবে ধৃতিনি। তিনি মনেত চিন্স হবেন- এযে পড়ভন। উিনিন আনম ,দেক্ষেবে= পন্থিরের পায়ের ধুলপত্তবে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে। নিজের হাতে তিনি গুরুদেরের **সেবাশুশ্রুষার উদ্যোগ** নেন। পুরানো বাড়িটাকে ভেঙে তেতলা করা তিনি বুঝতে পারেন, গুরুদেরের উপরে উঠতে কষ্ট হবে। তাই তাঁর জন্য **নীচের তলাতেই** সব রকয়ের আয়োজন করা হয়। নীচের ঘরের সব আসবাবপত্র সরানো হয়। গুরুদেরের জন্য **নতুন ফিতের খাট, নতুন বিছানাপত্র** তৈরি করা হয়। এই ঘরেরই এক কোণে গুরুদেরের পুজো-আহ্নিকের ব্যবস্থা করা হয়। মোট কথা দীর্ঘকাল পরে আসতে চাওয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য নন্দরানী যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর দৈহিক সখাস্থশাস্তির কথা ভেবে নীচের ঘরে সবকিছুর ব্যবস্থা করেন। **সুকোমল শয্যা** প্রস্তুত করে গুরুদেবকে পরম সুখে রাখবার চেষ্টা করেন তিনি।

প্রশ্ন 4

"গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন।"

(ক) 'গুরুদেব' কে?
(খ) তিনি কোথায় বসলেন এবং কেন?
(গ) সেখানে তাঁর কী অভিজ্ঞতা হল্ল?
(ঘ) তাঁর এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

মান - ১০
২+৩+৩+২

উত্তর

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লালু' গল্পে 'গুরুদেব' হলেন লালুর মা **নন্দরানীর ঈশ্বর-মন্ত্রদাতা**। তিনি **ফরিদপুর** নিবাসী **স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ**।

(খ) দুর্যোগঃপুর্ণ রাতে ঘরের মধ্যে বরফ-ঠান্ডা জল পড়তে লাগায় গুরুদেব ভাবলেন ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে। খাট একধিকবার সরিয়েও রেহাই পেলেন না। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, ঝড়-বৃষ্টি, চাকরদের কোনো সাড়া নেই। অচেনা জায়গায় বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। তাই লালুর বাবার গরিব মক্কেলদের জন্য **বারান্দায় রাখা বেঞ্চের ওপর অগত্যা** বসে পড়লেন।

(গ) বেঞ্চিতে বসে তাঁর আত্মমর্যাদা আঘাত পেল। তবু তিনি কোঁচা মুন্ন গায়ে জড়িয়ে কোনোভাবে বসে রইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে **মশার উৎপাত** শুরু হল। অগণিত মশার কামড়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। হাত-পা ও গামছা নাড়িয়ে মশা তাড়ানোর **ব্যর্থ চেষ্টা** করলেন। মশার কামড় থেকে একটুও রেহাই পেলেন না।

(ঘ) ছাদ ফুটো হয়ে সারারাত বর্ষার জল পড়া এবং মশার তীব্র কামড়ের এই দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা থেকে গুরুদেব সিদ্ধান্ত নিলেন—সকাল পর্যন্ত প্রাণটা থাকলে **এই দুর্ভাগা দেশে আর থাকবেন না**। যে গাড়ি প্রথম পাবেন, তাতে চড়ে তিনি দেশে ফিরে যাবেন।

পরীক্ষার টিপস

- গুরুদেবের কষ্টের কারণ দুটি—
  (১) ছাদ ফুটো হয়ে বর্ষার জল পড়া
  (২) মশার তীব্র কামড়
- গুরুদেবের আত্মসম্মানবোধ এবং সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করুন।
- শেষে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন—এটাই মুল বক্তব্য।

স্মরণীয় কথা

দুর্যোগপুর্ণ রাত, ছাদ ফুটো, বরফের কৌতুকে এবং মশার উৎপাত—এই চারটি উপাদান গল্পে **গুরুদেবের দুর্দশার মুল কারণ**।

প্রশ্ন 5

"নীচে নেমে এলেন, দেখেন"

(ক) নীচে নেমে কে, কী দেখলেন?
(খ) তিনি কী ভেবে 'ভোর না হতেই' উঠেছিলেন?
(গ) শেষপর্যন্ত তাঁর কী অবস্থা হল?
(ঘ) গুরুদেবের অবস্থার জন্য তিনি কাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। এরপর তিনি কী করলেন?

মান- ১০
২+৩+২+২

উত্তর

(ক) সকালে নীচে নেমে লালুর মা প্রথমেই দেখলেন **গুরুদেবের ঘর** খোলা। মনে করলেন, গুরুদেব নিশ্চয় আগেই উঠে পড়েছেন। ঘরে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, তিনি সেখানে নেই। দেখলেন—খাটের দিক বদলে গেছে, ব্যাগ জানালার কাছে নেই, ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে। পুজার আসনসহ **সব জিনিস এলোমেলো**। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, কেউ জানে না। শেষ পর্যন্ত বারান্দায় এক কোণে আবছা আলোয় একজনকে বসে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে দেখলেন—তিনি **তাঁর গুরুদেব!** তাঁকে দেখে তিনি ভয়ে, লজ্জায় কেঁদে ফেললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুরমশাই, আপনি এখানে কেন?"

(খ) ভোর না হতেই নন্দরানী উঠেছিলেন **গুরুদেবের সেবাযত্নে** নামার জন্য। মনে করছিলেন, রাতে তিনি অম্ল আহার করেছেন, সেটা ভালো হয়নি। তাই **নানা উপাচারে ভরিয়ে** দিনের আহার দ্বারা তাঁর পুর্ণ পরিচর্যা করবেন। এই উদ্দেশশেই তিনি এত সকালে উঠেছিলেন। স্বামীর উদ্দেশে রাগে বলেছিলেন, "হয় তোমার ওই লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি **গঙ্গায় ডুব দেব।**"

(গ) শেষপর্যন্ত নন্দরানী ভয়ে, ভাবনায় আর লজ্জায় **কেঁদে ফেললেন**। নিজেকে **মহাপাপী** মনে করতে লাগলেন এবং ভাবলেন— "এ মহাপাপের **প্রায়শ্চিত্ত** করবো।"

(ঘ) গুরুদেবের এই চরম দুরবস্থার জন্য তিনি নিজের ছেলে **লালুকে** দোষী সাব্যস্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকরদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন— **"হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে।"** তারপর স্বামীকে জানালেন, "এই **দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়।**" অর্থাৎ, তিনি লালুকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর কথাও ভাবলেন।

পরীক্ষার টিপস

- সকালের ঘটনাক্রম মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
- নন্দরানীর আবেগ ও প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করুন।
- লালুর দুষ্টুমিই মুল ঘটনার কারণ— এটি মনে রাখুন।
- দোষারোপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত— এ অংশটি গুরুত্বপুর্ণ।

এই ঘটনায় লালুর মা'র সরল বিশ্বাস, অতিরিক্ত ভক্তি এবং ছেলের দুষ্টুমির ফল—তিনটিই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন 6

"কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো"

(ক) কার, কী মনে হল?
(খ) কোন প্রক্ষিতে তাঁর এমন মনে হল?
(গ) এরকম মনে হওয়ার পর তিনি কী করলেন?
(ঘ) অবস্থা দেখার পর তিনি কী করলেন?

মান- ১০
২+৩+৩+২

উত্তর

(ক) গুরুদেরের এই চরম হেনস্তার ব্যাপারে লালুর মা নন্দরানীর মনে হল ব্যাপারটা হয়তো তার শয়তান ছেলে **লালুর শয়তানি বুদ্ধি**।

(খ) গুরুদের আসার পর রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে সবাই ঘরে ঘুমোতে গেলে স্মৃতিপাল্লমশায়ও পরিপাটি সুকোমল শয্যায় গা এলিয়ে মনে মনে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। হঠাৎ মাঝরাতে পেটের ওপরে **বরফ ঠান্ডা জল** পড়ায় তিনি মনে করলেন ছাত ফেটে বন্যার জল পড়ছে। খাট সরিয়েও রেহাই পেলেন না। যেখানে যান সেখানেই জল পড়ে। শেষে ছাত ভেঙে পড়ার ভয়ে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন কিন্তু কারও কোনো সাড়া নেই। ঘন অন্ধকারে বারান্দায় লালুর বাবার গরিব মককুলদের বসার বেঞ্চিতে আত্মমর্যাদা লাঘব করে বসলেন। কিন্তু সেখানে **মশার উৎপাত**। শেষে মশাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যতটা সম্ভর পিঠ বাঁচিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে সকাল হল। ভোর হতেই নন্দরানী গুরুদেরের সকল পরিচর্যার জন্য নীচে নেমে গুরুদেরের ঘরে গিয়ে দেখলেন সব কিছু লণ্ডভণ্ড। গুরুদেরের দেখা নেই। শেষে বারান্দার এক কোণে গুরুদেবকে আবিষ্কার করলেন। তিনি ভয়ে, ভাবনায় লজ্জায় কেঁদে ফেলে গুরুদেরের এরকম দশার কারণ জানতে চাইলেন। স্মৃতিপাত্র মশাই অকপটে বললেন—**নতুন বাড়ি করলেও ছাত কোথাও আর আস্ত নেই**। সারারাতের বৃষ্টি-বাদল তো আর বাইরে পুড়েনি সবই তাঁর গায়ের ওপর পড়েছে। গুরুদেরের দুরবস্থার কথা শুনতে শুনতে নন্দরানীর এমনটি মনে হল।

(গ) গুরুদেরের মুখ থেকে তাঁর দুরবস্থার সমুহ বর্ণনা শুনে অশ্রুসজল কণ্ঠে নন্দরানী বলে উঠলেন— "কিন্তু বাবা **বাড়িটা যে তেতলা**, আপনার ঘরের ওপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল **তিন-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে?**" এরপর তিনি ঘরে গিয়ে ঠাকুরমশায়ের বিছানা হাতড়ে দেখলেন বিছানার মাঝখানে চাদর অনেকখানি ভিজে গেছে। মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তিনি তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেখলেন—**ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ**। তখনও সবটা গলেনি। এক টুকরো বাকি আছে।

(ঘ) গুরুদেরের বিছানা দেখার পর নন্দরানী পাগলের মতো ছুটে বাইরে এলেন। চাকরদের যাকে সামনে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন— "**হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন।**"

পরীক্ষার টিপস

- প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় ঘটনাক্রম অনুসারে লিখবে।
- গুরুদেরের দুখনুভূতি ও নন্দরানীর অনুশোচনা—এই দুই বিষয় স্পষ্টভারে লিখবে।
- লালুর দুষ্টুমি ও তার ফলাফল উত্তরে অবশ্যই উল্লেখ করবে।
- উদ্ধৃতিটি থেকে মুল ভাবটি ধরার চেষ্টা করবে।

মুল ভাব

লালুর দুষ্টুমির ফলে গুরুদেরের যে চরম দুরবস্থা হয়েছিল এবং সেই ঘটনার জন্য নন্দরানীর অনুশোচনা ও অপরাধবোধই **এই গল্পের মুল সুর**।